যুগান্তর

তারিখ: 5 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

এসএসসি এইচএসসি : সাত ধাপের গ্রেডিং পদ্ধতি

নতুন বিন্যাস

লেটার গ্রেড	প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণী ব্যাপ্তি	গ্রেড পয়েন্ট
এ প্লাস	৮০ -১০০	৫.০০
এ	৭০ - ৭৯	৪.০০
এ মাইনাস	৬০ - ৬৯	৩.৫০
বি	৫০ - ৫৯	৩.০০
সি	৪০ - ৪৯	২.০০
ডি	৩৩ - ৩৯	১.০০
এফ	০ - ৩২	০.০০

যুগান্তর রিপোর্ট

নতুন গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসারে ২০০৪ সাল থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যোগ করে ফলাফল নির্ধারিত হবে। একটি বিষয়ে ফেল বা এফ গ্রেড সত্ত্বেও জিপিএ বা গ্রেড পয়েন্টের গড় ন্যূনতম ১.৫ পেলে উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তির যে সুযোগ প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতিতে ছিল তা এ বছর থেকেই রহিত করা হয়েছে। গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রেডিং পদ্ধতি সম্পর্কে জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় পর্যায়ক্রমে লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দু'বছর আগে প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতিতে যেখানে ৬টি ধাপ ছিল, সংশোধিত পদ্ধতিতে সেখানে ৭টি ধাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। শুধু ৬০ থেকে ৭৯ নম্বর ব্যাপ্তির যে 'এ' গ্রেড ছিল তাকে দুটি ভাগে ভাঙা হয়েছে। নতুন পদ্ধতিতে গ্রেডিং : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ১

গ্রেডিং : পদ্ধতি

(১ম পৃষ্ঠার পর) ৭০ থেকে ৭৯ পর্যন্ত 'এ' গ্রেড ও এর জন্য গ্রেড পয়েন্ট ৪ এবং ৬০ থেকে ৬৯ পর্যন্ত গ্রেড 'এ মাইনাস' এবং এজন্য গ্রেড পয়েন্ট ৩.৫০ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতেই আসন্ন এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

গ্রেডিং পদ্ধতির নতুন বিন্যাস অনুসারে ৮০ থেকে ১০০ নম্বর পর্যন্ত গ্রেড 'এ প্লাস' ও গ্রেড পয়েন্ট ৫; ৭০ থেকে ৭৯ পর্যন্ত গ্রেড 'এ' ও গ্রেড পয়েন্ট ৪; ৬০ থেকে ৬৯ পর্যন্ত গ্রেড 'এ মাইনাস' ও গ্রেড ৩.৫; ৫০ থেকে ৫৯ পর্যন্ত গ্রেড 'বি' ও গ্রেড পয়েন্ট ৩; ৪০ থেকে ৪৯ পর্যন্ত গ্রেড 'সি' ও গ্রেড পয়েন্ট ২; ৩৩ থেকে ৩৯ পর্যন্ত গ্রেড 'ডি' ও গ্রেড পয়েন্ট ১ এবং শূন্য থেকে ৩২ পর্যন্ত গ্রেড 'এফ'। এর জন্য নির্ধারিত গ্রেড পয়েন্ট শূন্য।

আগের পদ্ধতিতে ৮০ থেকে ১০০ পর্যন্ত 'এ প্লাস' গ্রেড ও গ্রেড পয়েন্ট ৫; ৬০ থেকে ৭৯ পর্যন্ত গ্রেড 'এ' ও এজন্য পয়েন্ট ৪; ৫১ থেকে ৫৯ পর্যন্ত গ্রেড 'বি' ও পয়েন্ট ৩; ৪১ থেকে ৫০ পর্যন্ত গ্রেড 'সি' ও পয়েন্ট ২; ৩৩ থেকে ৪০ পর্যন্ত গ্রেড 'ডি' ও পয়েন্ট ১ এবং শূন্য থেকে ৩২ পর্যন্ত গ্রেড 'এফ' ও এজন্য পয়েন্ট শূন্য নির্ধারিত ছিল। ২০০১ সালের এসএসসি পরীক্ষা থেকে এ পদ্ধতি প্রবর্তনের সময় চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যুক্ত করার কোন অবস্থা ছিল না এবং এক বিষয়ে ফেল বা 'এফ' গ্রেড পাওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য বিষয়ের গ্রেড পয়েন্টের গড় যদি ন্যূনতম ১.৫ হয় তবে উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু 'এ' গ্রেডে ৬০ থেকে ৮০ নম্বরের বিশাল ব্যবধানে শিক্ষার্থীরা একইভাবে মূল্যায়িত হওয়ায় ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। অন্যদিকে এক বিষয়ে ফেল করা শিক্ষার্থীরা উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে আবার ওই বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে ১০ হাজার শিক্ষার্থী ফেল করায় শিক্ষা বোর্ড ও মন্ত্রণালয় বিপাকে পড়ে যায়। আর চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যুক্ত না হওয়ায় এসএসসি শিক্ষার্থীদের মধ্যে চতুর্থ বিষয় গ্রহণের প্রবণতা হ্রাস পায়। এসব বিষয় বিবেচনা করেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন করে গ্রেডিং পদ্ধতির বিন্যাস করে এবং নীতিমালায় পরিবর্তন এনেছে। এ বছর থেকেই এক বিষয়ে এফ গ্রেড পেয়েও উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ রহিত করা হয়েছে। আর আগামী বছর থেকে চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যোগ করা হবে। চতুর্থ বিষয়ের প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট থেকে ২ বিয়োগ করে অবশিষ্ট গ্রেড পয়েন্টের সঙ্গে যোগ করে প্রাপ্ত মোট গ্রেড পয়েন্টকে চতুর্থ বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে জিপিএ নির্ধারণ করা হবে। কিন্তু চতুর্থ বিষয় ছাড়া যেসব ছাত্রছাত্রী জিপিএ ৫ পয়েন্ট পাবে তাদের ক্ষেত্রে চতুর্থ বিষয়ের গ্রেড পয়েন্ট যোগ হবে না। অর্থাৎ জিপিএ ৫ পয়েন্ট প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে চতুর্থ বিষয় কোন কাজে আসবে না। তবে জিপিএ ৫ পয়েন্ট না পেলে চতুর্থ বিষয়ের প্রাপ্ত পয়েন্ট যোগ [illegible] জিপিএ ৫ পয়েন্ট পেয়ে যাবে